গ্রন্থ-পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম খণ্ড—প্রাচীন যুগ ঃ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌।
চতুর্থ সংস্করণ ; রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, ঢাকা, শ্রাবণ ১৩৭৫। পৃষ্ঠা ২০৪, দাম ছ' টাকা॥
বাংলা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড—মধ্যযুগ ঃ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌।
দ্বিতীয় সংস্করণ ; রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, কার্তিক ১৩৭৪। পৃষ্ঠা ৬৩০, দাম পনেরো টাকা॥

সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌-রচিত 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (প্রথম খণ্ড ঃ ঢাকা ১৯৫৩, দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ঢাকা ১৯৬৪) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকের কাছে অসাধারণ সমাদর লাভ করে। এটা স্বাভাবিকও। অর্ধশতাব্দী ধরে যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিরলস সাধনা করেছেন, এ বিষয়ে যাঁর মৌলিক বক্তব্য আমাদের জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে, ভাষাতত্ত্বে ও বহু ভাষায় যাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, জ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁর নিষ্ঠা দেশে-বিদেশে স্বীকৃত—তাঁর কাছ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সামগ্রিক একটি ইতিহাস আমরা দীর্ঘকাল ধরে প্রত্যাশা করেছিলাম। তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (ঢাকা ১৯৬৫) এবং 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (দু খণ্ড) আমাদের সে প্রত্যাশাকে অনেকখানি পূর্ণ করেছে।

'বাংলা সাহিত্যের কথা' অবশ্য এ সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসরূপে লিখিত হয় নি—ইতিহাস-সম্পর্কিত প্রবন্ধের সমষ্টিরূপেই তা আত্মপ্রকাশ করে। লেখকের মৌলিক গবেষণার পরিচয় সে সব বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধেই পাওয়া যায় বলে এ গ্রন্থ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। সরল ভাষায়, সুন্দর ভঙ্গিতে, যুক্তি ও তথ্যের আলোকে এসব প্রবন্ধে তিনি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের বহু সমস্যা তুলে ধরেছেন এবং তার সমাধানের পথও দেখিয়েছেন।

'বাংলা সাহিত্যের কথা'র আলোচ্য সংস্করণে কিছু কিছু নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছে — উভয় খণ্ডেই। আর লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, বর্তমান সংস্করণে দুটি খণ্ডই পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। এ দুটি খণ্ডের নতুন সংস্করণ প্রকাশলাভ করেছে এমন সময়ে, ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ যখন গুরুতররূপে অসুস্থ—তাঁর কাছ থেকে নতুন কিছু পাওয়ার আশা যখন আমরা ত্যাগ করেছিলাম—সে সময়ে। স্বভাবতঃই নতুন সংস্করণ হাতে পেয়ে আমরা উল্লসিত হয়েছি।

বর্তমান সংস্করণে 'বাংলা সাহিত্যের কথা'র যে লক্ষ্যযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে, প্রথমে তার পরিচয় দেওয়া যাক। প্রথম খণ্ডের প্রথম দুই সংস্করণে "বাংলা ভাষার জাতি" প্রবন্ধটি তৃতীয় সংস্করণ থেকে পরিত্যক্ত হয়েছে। হয়তো 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' নামে তাঁর স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রচলিত হওয়ায় গ্রন্থকার এই আলোচনাটি বাদ দিয়েছেন। আমাদের বিবেচনায়, এমন একটি ভূমিকাজাতীয় রচনা থাকলেই ভাল হত। বর্তমান সংস্করণে দুটি প্রবন্ধ—"চর্যাপদের পাঠ-আলোচনা" এবং "লোকসংস্কার" —যুক্ত হয়েছে। দুটিই মূল্যবান রচনা। "কানুপার কালনির্ণয়" নামে ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র বিখ্যাত প্রবন্ধটি শিরোনামাহীন অবস্থায় "গুরু কৃষ্ণচারীর ইতিহাস" নামে পূর্ব সংস্করণসমূহে মুদ্রিত প্রবন্ধটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটিও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, সংক্ষিপ্ত ও প্রগাঢ় রচনা। এটি পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় এ বইয়ের মূল্য বাড়ল, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রবন্ধটিকে তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে বহু পুরোনো কালের লেখার মধ্যে এমনি করে ঢুকে পড়তে হল। আরো কিছু কিছু সংযোজন আছে। যেমন পৃঃ ৭২ ("চর্যাপদ-প্রসঙ্গে"র অবতরণিকা), পৃঃ ১২৮ ("ধর্মসাহিত্য"-প্রসঙ্গে), পৃঃ ১৬৫ ৬৬ ("লোক-সাহিত্য"-প্রসঙ্গে), পৃঃ ১৭৬-৭৭ ("হিঁয়ালী"-বিষয়ে)।

দ্বিতীয় খণ্ডে নতুন যা যুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে "পদাবলী সাহিত্যে"র প্রারম্ভিক আলোচনা (পৃঃ ৭৬-৭৮), পেয়ার শাহ্‌, জাফর খাঁ গাযী, বড় খাঁ গাযী, শাহ্‌ ইসমাইল গাযী, পীর বদর, সুলতান বলখী, শাহ্‌ বদীউদ্দীন মাদার প্রভৃতি পীরের পরিচয় (পৃঃ ৪৭৫-৫০৬) উল্লেখযোগ্য। নানা জায়গায় ছোট বড় আরো বহু সংযোজন আছে। পূর্ব সংস্করণের প্রবন্ধবিশেষ পরিত্যক্ত হয় নি, তবে কোথাও কোথাও সে সংস্করণের বক্তব্য বর্জিত হয়েছে, কোথাও বা পুনর্গঠিত হয়েছে। এর দুটি উদাহরণ দিই। চৈতন্যদেবের জীবনীপ্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' থেকে কাজীর অত্যাচার এবং তার প্রতিশোধবৃত্তান্ত উদ্ধৃত করে পূর্ব সংস্করণে গ্রন্থকার মন্তব্য করেছিলেন: "বাংলার ইতিহাসে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বৈর ও দাঙ্গা হাঙ্গামার বোধহয় গোড়াপত্তন এখানেই।" (পৃঃ ২৬৮) বর্তমান সংস্করণে এই উক্তি অকারণে পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলার সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র এই উক্তির বিশেষ মূল্য ছিল, যদিও এর আগেই প্রমথ চৌধুরীও ঠিক অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু কি কারণে এখন তিনি তা কেটে দিলেন, তা বোঝা গেল না। তেমনি, সৈয়দ সুলতানের কালনির্ণয়ে শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব অধ্যাপক আদমউদ্দীনের মত মেনে নিয়ে তাঁর সমর্থনে যুক্তি দিয়েছিলেন (পূর্ব সংস্করণ, পৃঃ ১২৩)। বর্তমান সংস্করণে আদমউদ্দীন সাহেবের মতের উল্লেখ নেই।

ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌কে যাঁরা জানেন, তাঁদের পক্ষে এই পরিবর্তন শহীদুল্লাহ্-কৃত বলে মেনে নিতে বাধবে।

ভূমিকায় বলা হয়েছে, পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশে গ্রন্থকারকে সাহায্য করেছেন ডক্টর আহ্‌মদ শরীফ ও অধ্যাপক আবু তালিব্ এবং সর্বোপরি লেখকের পুত্র ও গ্রন্থের প্রকাশক জনাব মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ্। এই পরিমার্জনার একটি রূপ সংযোজন ও বর্জনে প্রকাশ পেয়েছে, যার কিছুটা পরিচয় উপরে দেওয়া হল। এর অপর রূপটি প্রকটিত হয়েছে গ্রন্থের পুনর্বিন্যাসে। আমরা আগেই বলেছি, 'বাংলা সাহিত্যের কথা' ধারাবাহিক ইতিহাস নয়—প্রবন্ধসমষ্টি। একই বিষয়ে লেখা একাধিক প্রবন্ধকে একই পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচ্য সংস্করণে এই গ্রন্থটিকে একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, চর্যাপদ সম্পর্কে পূর্ববর্তী সংস্করণের পাঁচটি প্রবন্ধ আর একটি নতুন প্রবন্ধ—এই ছয়টি নিয়ে বর্তমান সংস্করণের 'চর্যাপদ-প্রসঙ্গ" পরিচ্ছেদ গড়ে উঠেছে এবং নতুন পরিচ্ছেদ-কল্পনার প্রয়োজনে অন্য একটি প্রবন্ধের অংশ যুক্ত হয়েছে এর অবতরণিকাস্বরূপ। "শেখ কবীরের একটি পদ" বা "কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর কে?" অথবা "মহাকবি সৈয়িদ সুলতান ও কবি মুহম্মদ খান" এসব প্রবন্ধ এখন আর স্বতন্ত্রভাবে নেই—"পদাবলী সাহিত্য", "অনুবাদ সাহিত্য" ও "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান" শীর্ষক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কেউ বলবেন, এ পুনর্বিন্যাস উপযুক্ত হয়েছে; কেউ তা মেনে নেবেন না। আমরা অন্ততঃ এটুকু বলব যে, এর প্রয়োজন ছিল না।

সাহিত্যের ইতিহাস-সম্পর্কিত প্রবন্ধসমষ্টি বলে 'বাংলা সাহিত্যের কথা'র মর্যাদা যে কম, সে কথা মনে করা ভুল। তার কারণ, গ্রন্থকারের মৌলিক বক্তব্য এসব প্রবন্ধকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পেয়েছে। কালের ব্যবধানে মূলতঃ যা প্রবন্ধরূপে লেখা, তাকে এক করে সাহিত্যের ইতিহাসের অধ্যায়ের রূপ দেবার সার্থকতা নেই। দ্বিতীয় খণ্ডের "লোকসাহিত্য"-অধ্যায়ের কোন কোন প্রবন্ধ কথ্য-রীতিতে লেখা, অধিকাংশই যদিও বা সাধুরীতিতে। শিরোনামা লুপ্ত করলেও এর ভেদ ঘুচবার নয়। অন্য উদাহরণ নেওয়া যাক। প্রথম খণ্ডের ৬-৭ পৃষ্ঠায় লুইপা ও শবরীপাকে সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক বলা হয়েছে, পৃঃ ৫৪-এ লুইপার জীবনকাল বলা হয়েছে ৭৩০—৮১০ খ্রীষ্টাব্দ আর শবরীর ৬৮০—৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ। পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ব্যবধানে কালনির্ণয়ে পার্থক্য ঘটেছে এক শ-দেড় শ বছর। তার কারণ, প্রবন্ধ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা। সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসে এমন ঘটবার কথা নয়। এই কারণেই, বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করতে পারলেই ভালো হত। তাহলে আলাওলের

জীবনী আর উর্দু-হিন্দী অনুবাদের মধ্যে খুঁজতে হত না এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের আলোচনায় সৈয়দ সুলতান ও মুহম্মদ খানের কালঘটিত বিতর্ক আর অনাবশ্যক দীর্ঘ বলে বিবেচিত হত না।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে এই সচেতনতার ফলে অংশতঃ "অনুবাদ সাহিত্য" অধ্যায়ে এবং প্রধানতঃ "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান" অধ্যায়ে অনেক নতুন কবি ও কাব্যের নাম সংযোজিত হয়েছে। এতে গ্রন্থের ব্যবহার-যোগ্যতা বেড়েছে। এসব নতুন কবি ও কাব্যের পরিচয় সংকলিত হয়েছে প্রধানতঃ অধ্যাপক আবু তালিবের—তিনি বর্তমান সংস্করণের পরিমার্জনায় একজন সাহায্যকারী—বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পৃঃ ৩২৭ থেকে ৩৩৫ এর মধ্যে আটাশ অনুচ্ছেদের (প্যারাগ্রাফ) ছয়টি এবং অপর একটির অংশবিশেষ নতুন সংস্করণে সংযোজিত—এর সব কটিই লিখিত হয়েছে তালিব সাহেবের প্রবন্ধের ভিত্তিতে। "অনুবাদ সাহিত্য" (পৃঃ ২৫৯, ২৬১, ২৬৭), "মুসলমানী পুঁথিসাহিত্য" (পৃঃ ২৯১ ও ২৯৭), "মধ্যযুগের কাব্যের উপজীব্য আখ্যান" (পৃঃ ৩৬৪), "সত্যপীরের পাঁচালীর কবিগণ" (সম্পূর্ণ পৃঃ ৪৫৫ ও পৃঃ ৪৫৬-এর দুই তৃতীয়াংশ আবু তালিবের উদ্ধৃতি) — এসব প্রসঙ্গেও তাঁর গবেষণা বর্তমান সংস্করণে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য শুধু তিনিই নন, আরো অনেক—এমন কি, বর্তমান আলোচনাকারীর মতো সামান্য লেখকও—এ সংস্করণে উল্লেখিত হয়েছেন। এসব সংযোজনের অনেকাংশে ভাষার শৈথিল্য ও বক্তব্যের অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায় — যা শহীদুল্লাহ্ সাহেবের রচনারীতির সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এর উদাহরণ হিসেবে শুধু একটি বাক্য উদ্ধৃত করি: "১৭৬৫ সালে বাদশাহের সহিত এলাহাবাদ চুক্তির বলে ক্লাইভ বাংলার দেওয়ানীর সনদ লাভের পরই মোগলদের লুপ্ত গৌরব বাংলায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।" (পৃঃ ২৮৩)

নতুন সংস্করণের এইসব অভিনবত্ব সত্ত্বেও 'বাংলা সাহিত্যের কথা' আমাদের কাছে আগের মতোই আদরণীয় হবে। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মৌলিক গবেষণা যেসব অংশে প্রতিফলিত হয়েছে, পূর্ববর্তী সংস্করণের মতোই, তা আমাদের জন্যে যেমন তৃপ্তিকর, তেমনি অপরিহার্য। প্রথম খণ্ডের বিশিষ্ট গৌরব চর্যাপদ-সম্পর্কিত আলোচনা। বাংলা সাহিত্যের এই অংশ ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র নিজস্ব গবেষণা-ক্ষেত্র। তিব্বতী ভাষায় তাঁর বিশেষ অধিকারের জন্যে চর্যাপদ সম্পর্কে বলবার যোগ্য ব্যক্তি তাঁর মতো আর কেউ নেই। "বৌদ্ধগানের ভাষা" শীর্ষক স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে তিনি দেখিয়েছেন যে, এর ভাষা বাংলা। তেমনি, চর্যার কাল-সম্পর্কিত আলোচনায়ও — কিছু কিছু পরস্পরবিরোধী উক্তি সত্ত্বেও — তাঁর মৌলিক বক্তব্য

স্পষ্ট। তিব্বতী ঐতিহ্য এবং অন্যান্য সূত্রের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, এগুলো খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। অবশ্য ময়ুরভট্টের কাল-সম্পর্কিত তাঁর সিদ্ধান্ত এতটা সংশয়াতীত হয়ে উঠতে পারে নি।

দ্বিতীয় খণ্ডের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ "চণ্ডীদাস সমস্যা"। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এই তর্ককণ্টকিত সমস্যার এমন যুক্তিগ্রাহ্য মীমাংসা আর কেউ করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। চণ্ডীদাস যে তিনজন, তা তিনি প্রমাণ করেছেন ভাব, ভাষা ও ভণিতা — এই তিনের আলোচনায়। "বিদ্যাপতি" প্রবন্ধটি আরেকটি উৎকৃষ্ট রচনা। "কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর কে?" — এ বিষয়ে তাঁর মতামত অত্যন্ত সুলিখিত — যদিও এর মীমাংসা হয়তো এখানেই হল না। "মহাকবি আলাওল" প্রবন্ধটিও শহীদুল্লাহ্ সাহেবের একটি বিশিষ্ট রচনা হিসেবে গণ্য হবে।

বর্তমান সংস্করণে এই খণ্ডে একটি নির্ঘণ্ট এবং কয়েকটি পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। এতেও গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

— আনিসুজ্জামান